দৈনিক ইত্তেফাক

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 19 MAY 1989
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

040

# পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব

পরীক্ষা গ্রহণের ৫ মাস পরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় নাই। এইসব পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে গত বৎসর ডিসেম্বরে। প্রকাশ, গত বৎসর নবেম্বরে পরীক্ষা শুরুর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপ্যালদের নিকট পরীক্ষার ফলাফল দ্রুত প্রকাশের তাগিদ দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন কাজ হয় নাই। অবশ্য ইত্তেফাকের এই রিপোর্টে একটি সূত্রের বরাত দিয়া বলা হয় যে, আগামী জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কিম্বা মাঝামাঝি সময়ে এই ফলাফল প্রকাশিত হইতে পারে। আগেকার দিনে দেখা যাইত ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েট, গ্রাজুয়েশন প্রভৃতি পরীক্ষা গ্রহণের পর দুই হইতে ঊর্ধ্বপক্ষে তিনমাসের মধ্যেই রেজাল্ট প্রকাশিত হইয়াছে এবং রেজাল্ট প্রকাশের পরপরই উচ্চতর পর্যায়ে ভর্তি শুরুর ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। সেশনজট বলিয়া কোন জিনিস তখন ছিল না।

বলা অনাবশ্যক যে, অধুনা শিক্ষার-মত পবিত্র এবং অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এই দীর্ঘসূত্রতা শুধু অবাঞ্ছিত/নয়, দুর্ভাগ্যজনকও বটে। হয়ত কথা উঠিতে পারে যে, আগেকার দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল কম; সুতরাং পরীক্ষার খাতা ইত্যাদি সহজেই দেখা সম্ভব হইত। কিন্তু এই যুক্তি ধোপে টিকিতে পারে না। কেননা ছাত্রদের অনুপাতে কলেজের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে তেমনি বৃদ্ধি পাইয়াছে শিক্ষকদের সংখ্যাও। কিন্তু তারপরেও দেখা যাইতেছে [illegible] বৎসরের ধাক্কা কুলায় না। একটা ছেলের কিম্বা মেয়ের গ্রাজুয়েট হইতে কিম্বা এম, এ, পাস করিতে দুই অথবা চার বৎসরের জায়গায় লাগে পাঁচ অথবা আট বছর। খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই এমন পরীক্ষা খুব কমই আছে—যে পরীক্ষা যে বৎসরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা—সে বৎসরই অনুষ্ঠিত হইতেছে।

এই বিলম্বের কারণ রহিয়াছে নিশ্চয়ই। এমন অভিযোগ আমাদের শুনিতে হইয়াছে যে, মাননীয় শিক্ষকবৃন্দ এখন এক্সট্রা একাডেমিক একটিভিটিতেই অধিক সময় নিয়োজিত থাকেন। নিজেদের অতি প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের সময় বা অবকাশ তাঁহাদের জোটে না। অভিযোগ কতদূর সত্য, আমরা জানি না; কিন্তু বাস্তবে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে যদি এ রকম ছয়মাস-নয়মাস লাগানো হয় তাহা হইলে সেশনজটের অভিশাপ হইতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা রেহাই পাইবে না। যাহা হউক, এই ধরনের ব্যর্থতা, গাফিলতি, অযোগ্যতা ও দুর্বলতা ঘুচাইয়া কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষতঃ যথাসময়ে কোর্স সমাপ্তি, পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি শুরুর কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে, ইহার উপায়ই আজ সংশ্লিষ্ট সকলকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সমাধানের জন্য কঠোর ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে হইবে। "সমস্যা সমস্যা" বলিয়া শুধু চীৎকার করিলেই যে সমস্যার সমাধান ঘটিবে না, এই সত্য সংশ্লিষ্ট [illegible] উচিত।